তারিখ 20 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আমাদের সময়

জাল সনদ বাণিজ্যে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজে র‍্যাব

হাবিব রহমান ●

জাল সনদ বাণিজ্যে জড়িত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খোঁজে মাঠে নেমেছে র‍্যাবের বিশেষ দল। সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিবাগ ক্যাম্পাস থেকে ১১২টি জাল সনদ জব্দ হওয়ার পর এ চক্র সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্‌ঘাটনে কাজ করছে তারা।

জানা গেছে, অনিয়মে জড়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জাল সনদ কিনে তা ব্যবহার করে দিব্যি চাকরি জুটিয়ে নিচ্ছেন অনেক প্রতারক। এমনকি সরকারি চাকরিও মিলছে জাল সনদে। পদোন্নতির জন্য কর্মজীবীরা এবং কিছু বিপথগামী শিক্ষার্থী এই সনদের মূল ক্রেতা। বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অসাধু ব্যক্তি।

গত বুধবার রাতে আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিবাগ ক্যাম্পাস থেকে ১১২টি জাল সনদ জব্দসহ ২ সহকারী রেজিস্ট্রারকে আটক করে র‍্যাব। ক্যাম্পাসটির ভারপ্রাপ্ত সহকারী রেজিস্ট্রার রেজিন আক্তার ও সহকারী রেজিস্ট্রার মাকসুদা আক্তার ধরা পড়লেও কৌশলে পালিয়ে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মজিবর রহমান ও তার এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

জাল সনদ বাণিজ্যে জড়িত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সহযোগী কন্ট্রোলার আদিলুর রহমান। এ ঘটনায় পলাতক ওই দুজন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মাসুদ হোসেনসহ তিনজনের বিরুদ্ধে শাজাহানপুর থানায় মামলা করেছে র‍্যাব। এর সঙ্গে অন্য আর কারা জড়িত সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের চক্র রয়েছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পলাতক দুজনকে ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব। আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাল সনদ জব্দ অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম আমাদের সময়কে বলেন, এরকম আর কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় জাল সনদ বিক্রি করছে, তার খোঁজখবর নিচ্ছি আমরা। টাকার বিনিময়ে যারা সনদ বিক্রি করছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান রয়েছে।

র‍্যাব সূত্র জানায়, আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আরও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জাল সনদ বিক্রির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ১৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকায় এসব জাল সনদ বিক্রি করছে তারা। বিবিএ, এমবিএ, এলএলবি, অনার্স, মাস্টার্সের জাল সনদ মিলছে এসব চক্রের কাছে। এমনকি চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিদ্যার সনদও জাল করছে এই চক্র। কারা কারা এটি করছে সেটি নিশ্চিত হতে র‍্যাব কাজ করছে। নিশ্চিত হওয়ার পরই অভিযান কার্যক্রম শুরু হবে। আর আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চক্র এ যাবৎ কতগুলো সনদ বিক্রি করেছে, ক্যাম্পাসের বাইরে আর কোথায় কোথায় এ সনদ তৈরি হতো তার খোঁজ বের করার চেষ্টা চলছে। জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে চাকরির জন্য জাল সনদ জমা দেন এক চাকরিপ্রার্থী। সন্দেহ হওয়ায় সেটি যাচাই করতে ইইউজিসিতে পাঠায় কর্তৃপক্ষ। পরে দেখা যায় সনদটি জাল।

র‍্যাব কর্মকর্তারা বলছেন, পলাতক অধ্যাপক মজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করতে পারলে জাল সনদ তৈরি এবং বিক্রির আরও অনেক তথ্য উঠে আসবে। পলাতক তিন আসামির মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে।

প্রথম সারির একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বলছে, বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা সম্পূর্ণ অবৈধ। কিন্তু আইন উপেক্ষা করে কিছু অখ্যাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এসব শাখা ক্যাম্পাসেই মূলত জাল সনদের ব্যবসা চলে। তাদের কারণে সমগ্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এসব অবৈধ শাখা ক্যাম্পাস এবং জাল সনদ বিক্রিকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হলে সেটি সবার জন্য ভালো হবে বলে মনে করছেন তারা।

র‍্যাব সূত্র আরও জানায়, মূলত তিন ধাপে জাল সনদ বিকিকিনির কাজ চলে। প্রথম ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধু কর্মকর্তাদের সহায়তায় জাল সনদ তৈরির কাজ করেন একটি চক্র। দ্বিতীয় গ্রুপ ওই সব জাল সনদ বিক্রির জন্য মার্কেটিংয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তারা মূলত কোন না কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী। এই চক্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি শাখার কিছু অসাধু কর্মীও জড়িত। যারা সনদের তথ্য অনলাইনে আপডেট রাখেন, যাতে সহজে বিষয়টি কেউ ধরতে না পারেন। ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা থেকে শুরু করে সনদ হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজই তারা করেন। আর শেষ ধাপে থাকে রাঘাব-বোয়াল। যারা মূলত পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেন। ইইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৭ সালে অনুমোদন পায় আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়। অসংখ্য শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনাসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে ২০১১ সালে একবার বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।